বিষমদ কাণ্ডে যাবজ্জীবন, আদালতের রায়কে স্বাগত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষমদ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্তদের আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালত যে শাস্তি দিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। সারাদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, উড়িশা, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্যে চোলাই মদ বা বিষমদের জেরে প্রায়শই বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এটি অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। শুধু তাই নয়, এই মদের জেরে বহু সংসার ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। অনেক সময়ে এধরনের বিষমদের ঠেক ভেঙে নিজেদের পরিবার রক্ষার চেষ্টা করেছেন পরিবারে মহিলারা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রমীলা বাহিনীর দাপটে বিষমদের কারবারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই ধরনের অসামাজিক ব্যাপার বন্ধ হয়নি। এর বড় কারণ, মানুষ সচেতন হলেও চোলাইমদ বা বিষ মদের কারবারীদের সঙ্গে এক শ্রেণির পুলিশ কর্মীদের গোপন যোগাযোগ থাকায় এই ব্যবসার রমরমা চলছেই। প্রাণ যাচ্ছে বহু মানুষের, প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে সংগ্রামপুর বিষমদ কান্ডে ১৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর দায়ে পুলিশ খোঁড়া বাদশা সহ ১০জনকে গ্রেফতার করেছিল। এই ঘটনায় তোলপাড় হয়ে উঠেছিল রাজ্য। ৬ বছরের বেশি সময় ধরে বিচার চলার পর গত বৃহস্পতিবার এই মামলার রায় দান করে আদালত। দোষী সাব্যস্ত করা হয় খোঁড়া বাদশা সহ চার অভিযুক্তকে। বেকসুর খালাস দেওয়া হয় ৬জনকে। এই মামলায় বিচারক সর্বোচ্চসাজাই ঘোষণা করেছেন। আদালতের রায়েকে স্বাগত জানান দরকার।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বিশ্বাসকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গকার শ্রীসারদানন্দ 'কবিতাময় বিশ্বাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কামারপুকুর-লীলায় দেখা যায়, ভাবগ্রাহী ঠাকুর ভক্তজনের বিশ্বাসের কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছেন আপনহারা হইয়া, বিশ্বাসের অনুরূপ খেলায় মাতিয়া। মাটির কামারপুকুরের বুকে চিন্ময়ধামরূপ অনাহতপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বাসের মাধুর্যেই তিনি এখানে শরীর পরিগ্রহ করিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কি-না কে বলিবে! সহস্রদল পদ্মও দেখিতে পাওয়া যায় প্রান্তরের কোন কোন পুকুরে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

শ্রীচৈতন্য-অবতারে ভগবান যে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন নিজের ও নিজ পরিকরগণের জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া, উহার প্রভাব কখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই বাঙ্গলার পল্লীজীবন হইতে। অশৈশব শুনিয়া শুনিয়া সরলপ্রাণ নরনারী বিশ্বাস করিতেন,---ভগবান অবতীর্ণ হন যুগে যুগে; আসেন মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া; আসেন মানুষকে খেলার সাথী করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ও তাহার ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা সম্ভোগ করিতে; প্রেমই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার; প্রেমের পরিচয় আত্মবৎ সেবায়, পরিণতি আত্মনিবেদনে—তাঁহার সহিত চিরমিলনে। ঈদৃশ অকপট

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাতাপিতা

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। এই গ্রামত্রয়ের জমিদার রামানন্দ রায় প্রজাপীড়ক ছিলেন। কাহারও উপর কুপিত হইলে তাহাকে সর্বশ্রান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। প্রজাপীড়ন-অপরাধেই তিনি নির্বংশ হইয়াছিলেন, লোকে বলিত।সদাচারী, কুলীন ও শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন দেরে গ্রামে। শিবালয়সমন্বিত 'চাটুজ্যেপুকুর' আজও তাঁহাদের পরিচয় বহন করিতেছে। এই বংশের মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের খুদিরাম, রামশীলা, নিধিরাম ও রামকানাই নামে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

দিনপঞ্জিকা

১৪ আশ্বিন, ভাঃ ৯ আশ্বিন, **১ অক্টোবর**, ১৪ আহিন, সংবৎ ৭ আসিন বদি, ২০ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৩। **সোমবার,** সপ্তমী রাত্রি ঘ ২।৩৪ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২৬ মিঃ। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ঘ ৬।২১ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ২।০৬ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ২।৩৪ গতে বালবকরণ। **জন্মে**-- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১।০১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ঘ ১২।২৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**— একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ২।৩৪ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**— বায়ুকোণে রাত্রি ঘ ২।৩৪ গতে ঈষাণে। **কালবেলাদি** ঘ ৭।০০ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৯।৫৬ গতে ১১।২৭ মধ্যে। **যাত্রা**-- শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১০।৫৮ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ঘ ১১।২৭ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্ব্বে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।২৬ গতে পুনঃযাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**— সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ২।৩৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও মাসদগ্ধা। **যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শুভ আবির্ভাব। ডাঃ নীলরতন সরকারের জন্মদিবস** (১লা অক্টোবর, ১৮৬১ খ্রীঃ)। **আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস।** (১লা অক্টোবর)। **আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান (প্রবীণ) নাগরিক দিবস** (১লা অক্টোবর)। **অমৃতযোগ**-- দিবা ঘ ৭।০৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।০৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ আশ্বিন, ভাঃ ৯ আশ্বিন, **১ অক্টোবর**, ২০ মহরম, ১৪ আহিন, উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৭, সোমবার, সপ্তমী রা ঘ ২।৩৩, সেহ্‌রী শেষ ৪।০৭, ইফতার ৫।৩০। **আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস/বর্ষীয়ান নাগরিক দিবস** (১লা অক্টোবর)।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রবীন্দ্রনাথ ঃ এক অনন্য প্রতিভা

ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার

''মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।।''

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি যুগ। সাধারণত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আমরা রবীন্দ্র-যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীত স্রষ্টা, চিত্রকর, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তিনি পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে স্বনামধন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। কাব্য-কবিতা-শিল্প-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের অবদান চির-স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিষদিক চিন্তাভাবনা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভূতপূর্ব মেলবন্ধন এবং স্বদেশিকতা এই পরিবারে যে অনবদ্য সৃষ্টিশীল পরিবেশ রচনা করেছিল, সেখানেই ১৮৬১ খ্রিঃ ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫ বৈশাখ) জন্ম নিলেন কবিশ্রেষ্ঠ ও মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান হলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর পরিবারের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, মার্জিত সাংস্কৃতিক চেতনা এবং পিতার ধর্মবিশ্বাস সবকিছুরই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল ভৃত্যদের অনুশাসনে। শৈশবে তিনি কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও নর্মাল স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের চারদেওয়ালের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ জীবন তাঁকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারেনি। তাই বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠও নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী, কালিদাস রচিত ধ্রুপদি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং উপনিষদ পাঠেও উৎসাহিত করতেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদবলী' এবং 'ভিখারিনী' ও 'করুণা' নামে দুটি গল্প।

১৮৭৮ খ্রিঃ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু আইনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও সাহিত্য চর্চার আকর্ষণে তা সমাপ্ত করতে পারেননি। স্বদেশে ফিরে এলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুর মূর্ছনা নিয়ে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর প্রেরণায় রবীন্দ্র-কাব্যের উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল প্রথম যৌবনেই। হৃদয় গভীরতম অনুভূতিগুলিকে, মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনাকে তিনি ভাষায় রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৮৩ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ন, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) ঠাকুরবাড়ির অধস্তন কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভবতারিণী নামটি কবির পছন্দ না হওয়ায় তিনি নতুন বৌ-এর নামকরণ করেন মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর পাঁচ সন্তান হল---মাধুরীলতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা এবং শমীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই রেণুকা (১৯০৩ খ্রিঃ) এবং শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭ খ্রিঃ) পরলোক গমন করেন।

বাড়িতে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার ঢালাও ব্যবস্থার ফলে বয়সের তুলনায় তিনি পড়েছিলেন বিস্তর। যে জন্য তাঁর আবেগ, অনুভূতি ও মনন পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল এবং পিতার সাহচর্যে তিনি লাভ করেছিলেন একটি ধ্যানগম্ভীর ও প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ খ্রিঃ থেকে ১৮৮১ খ্রিঃ

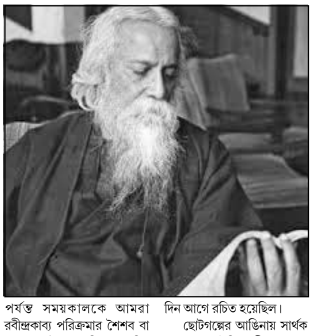

পর্যন্ত সময়কালকে আমরা রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমার শৈশব বা সূচনাপর্ব আখ্যা দিতে পারি। সূচনাপর্বের অধিকাংশ কাব্যই রোমান্টিক, গীতিধর্মী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ আখ্যানকাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোমান্টিক ভাবনা। 'পলাতকা'' কাব্যে তিনি গল্পাকারে নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। 'পূরবী' ও 'মহুয়া' কাব্যে তিনি আবার প্রেমকে উপজীব্য করেন। জীবনের শেষ দশকে কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কবির শেষ কবিতা 'তোমার সৃষ্টির পথ' মৃত্যুর আট দিন আগে রচিত হয়েছিল।

ছোটগল্পের আঙিনায় সার্থক পদসঞ্চার ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের। মূলত 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে গল্প লিখেছেন শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর বোটে বসবাসকালীন তিনি বাংলার জীবনকে, মানুষকে, প্রকৃতিকে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তার রেখাপাত ঘটেছিল ঐ সব ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের প্রাধান্য চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি তৎকালীন প্রথম সারির মাসিক পত্রিকা যেমন--- 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল---হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত, ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন প্রভৃতি। সমাজের বিভিন্ন দিক, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজের ওজস্বী মতামত প্রকাশ করে রচনা করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠি ও পত্র-সাহিত্যের মর্যাদাভুক্ত। অনেক নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন পার্শ্বচরিত্রে এবং নামভূমিকায়। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শুরু করলেন ছবি আঁকা। তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের পিগাল আর্ট প্রদর্শনীতে। নন্দনতাত্ত্বিক ও বর্ণ পরিকল্পনার দিক থেকে তাঁর চিত্রকলা বেশ অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

জীবিতকালে অনেকগুলি দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানেই গেছেন সেই দেশের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিভিন্ন পত্রে কিংবা ডায়রিতে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'গীতাঞ্জলী'-র ইংরেজি অনুবাদ (Song Offerings) করে লাভ করলেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল' পুরস্কার। বাংলার কবিগুরু হয়ে উঠলেন বিশ্বকবি। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হলেও ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেই উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত দুটি গান ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা প্রাপ্ত।

জীবনের শেষ চার বছর প্রায়শই তিনি অসুস্থ থাকতেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবেই ২৫শে বৈশাখের গৌরব সূর্য জীবন-মহাকাশ পরিক্রমা শেষে অস্তমিত হল।

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

▷ ভারত সফরে এলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা ওলি। গত ৭ এপ্রিল নিজের বাসভবনে ওলির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত, ওলির আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, নেপাল ও ভারতের মতো মৈত্রীর নজির বিশ্বে বিশেষ নাই।

▷ মার্কিন বিদেশ দপ্তরের প্রকাশিত জঙ্গি সংগঠনের তালিকায় হাফিজ সইদের রাজনৈতিক দল মিল্লি মুসলিম লিগের নাম ওঠার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না। এর পর রাষ্ট্রপুঞ্জের সন্ত্রাসবাদী তালিকায় উঠল পাকিস্তানে বসবাসরত ১৩৯ জনের নাম। এদের মধ্যে ভারতের মাটিতে একের পর এক হামলার চক্রী হাফিজ সইদ এবং দাউদ ইব্রাহিমও রয়েছে। ফলে দাউদ পাকিস্তানেই রয়েছে বলে যে দাবি করে আসছে দিল্লি, সেই দাবি আরও জোরালো হল বলেই ধারণা।

· **শি চিনফিংয়ের সঙ্গে বৈক নরেন্দ্র মোদীর :**

চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে গত ২৭-২৮ এপ্রিল চিন যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দু'দিনের মধ্য চিনের উয়াহান শহরে দফায় দফায় মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন শি। ঘরোয়া সংলাপে চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে ইতিবাচক তরঙ্গ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলেই দাবি করছে দিল্লি। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে চিনের সঙ্গে যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্প গড়ার প্রতিশ্রুতিও শি-এর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কৃষিপণ্য এবং ওষুধ রপ্তানি বাড়িয়ে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ঘাটতি কমানোর জন্য শি-কে অনুরোধ করেছেন মোদী। স্থির হয়েছে, দু'দেশের মধ্যে এই গোত্রের ঘরোয়া বৈঠক ঘন ঘন করা হবে আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে। আলোচনার এই মডেলটি অবশ্য প্রথাগত দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের থেকে একেবারেই পৃথক। শীর্ষ বৈঠক করার জন্য যে সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তা জরুরি নয়। খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের অক্সিজেনটুকু বহাল রাখাটাই এর উদ্দেশ্য। শীর্ষ বৈঠকের প্রটোকল মাফিক লিখিত যৌথ প্রতিশ্রুতির দায়ও এখানে থাকে না। উল্লেখ্য, তিন বছর আগে মোদী চিনে গেলে জিয়াং শহরে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন শী। তার আগেও অবশ্য গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েও একবার চিনের উহানে এলাকায় এসেছিলেন মোদী।

· **সুইডেন সফরে ভারত-নর্ডিক বৈঠকে মোদী :**

ভারত-সুইডেন যৌথ উদ্যোগে স্টকহলমে গত ১৮ এপ্রিল আয়োজিত হয়েছিল ভারত-নর্ডিক শীর্ষ বৈঠক। ভারত-নর্ডিক রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে যোগ দিতে গত ১৭ এপ্রিল স্টকহোমে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে যোগ দেন অন্য চার নর্ডিক দেশ---ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং আইসল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীরা। তাঁদের সঙ্গেও কথা হয়েছে মোদীর। রাতে সুইডেন থেকে রওনা হয়ে ব্রিটেনে পৌঁছন মোদী। বৈঠক করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-র সঙ্গে। যোগ দিলেন কমওয়েলথের শীর্ষ সম্মেলনে। গত ২০ এপ্রিল ফিরলেন বার্লিন হয়ে।

৩০ বছর পরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গেলেন সুইডেনে। ১০ ঘন্টায় ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেন। সেই রাতে তাঁর সঙ্গে একই গাড়িতে স্টকহোমের হোটেলে পৌঁছলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি দল-সহ দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের আগে দেখা গেল, আলোচনায় মগ্ন দুই প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে দপ্তর পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই এলেন দু'জনে। দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের আগে সুইডেনের রাজা কার্ল যোড়শ গুস্তাফের সঙ্গেও দেখা করেন মোদী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করা নিয়ে কথা হয় তাঁদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, এই পাঁচটি নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের জিডিপি রাশিয়ার তুলনায় বেশি (১.৫ লক্ষ কোটি ডলার)। গণতন্ত্র, সুশাসন এবং সামাজিক সূচকের প্রশ্নে এই রাষ্ট্রগুলির অবস্থান ইউরোপের অনেক দেশের উপরে। বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুসারে, সরকারি কার্যকারিতার বিচারে ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ড বিশ্বের প্রথম ৮টি রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যখন রক্ষণশীল অর্থনীতির প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে, তখন নর্ডিক রাষ্ট্রগুলি উদার অর্থনীতির পথেই হাঁটছে। একদিকে মুক্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়ন—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাই 'নর্ডিক মডেল' হিসাবে পরিচিত।

· **যুবরাজ চার্লস পরবর্তী কমনওয়েলথ প্রধান :**

যুবরাজ চার্লসকেই পরবর্তী প্রধান হিসেবে বেছে নিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। গত ২১ এপ্রিল উইনসরে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন 'কমনওয়েলথ হেডস অব গভর্নমেন্ট মিটিং' (চেগাম)-এর এক বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে ষষ্ঠ জর্জের হাত ধরে কমনওয়েলথের পত্তন হয়েছিল। তার মেয়ে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৫৩ সালে। এবার তার স্থলাভিত্তিক হলেন তার বড়ো ছেলে যুবরাজ চার্লস। কমনওয়েলথ প্রধানের পদটি অবশ্য বংশানুক্রমিক নয়। প্রসঙ্গত, গত বছর ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চোগাম-এ অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন খোদ চার্লস। সঙ্গে ছিল রানির লেখা আমন্ত্রণপত্র। মোদী লণ্ডনে আসার পরে তার সঙ্গে দেখা করেন রানি। কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলির অধিবাসী ২৪০ কোটি মানুষের মধ্যে ১২০ কোটিই ভারতীয়। তাই, কমনওয়েলথে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য, এর আগের দু'টি কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেয়নি ভারত।

· **আজীবন নিষিদ্ধ নওয়াজ শরিফ :**

আর কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এমনকি, পাক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য আর দাঁড়াতে পারবেন না নির্বাচনেও। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট গত ১৩ এপ্রিল এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মালিকানার দায়ে গত জুলাইয়ে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতের রায়ে বরখাস্ত হওয়ার পর ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। কিন্তু সেই সময় যেটা স্পষ্ট হয়নি, তা হল কত দিনের জন্য বরখাস্ত হতে হল ৬৭ বছর বয়সি শরিফকে—তা কি সাময়িক নাকি সারা জীবনের জন্য। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের রায়ে সেই ধোঁয়াশা একেবারেই কেটে গেল। পাক সংবিধানের ৬২(১)(এফ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। ওই রায় দেওয়ার জন্য পাক সুপ্রিম কোর্টে ৫ সদস্যের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান বিচারপতি মিঞাঁ সাকিব নিসার। বেঞ্চের সব বিচারপতিই ওই রায়ে সহমত প্রকাশ করেছেন। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

রাস্তা নির্মাণে কাজের মান দেখা হোক

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বহু জনহিতকর কার্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানানো যায়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনেক স্টেট হাইওয়ে নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ হয়েছে। অনেক রাস্তাই পিডব্লিউডিতরফে অধিগ্রহণ করেছে। রাস্তাঘাটের বিশেষ করে পিচ রাস্তাগুলি অনেকাংশে শক্তিকরণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে, উদ্যোগটি খুবই মহৎ। কিন্তু উক্ত রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা কিন্তু আট অক্ষরের সংখ্যার গুণিতকে যা খুব কম নয়। যা দেখা যাচ্ছে রাস্তাগুলির নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার আগেই তা ভেঙে পড়ছে। সেই রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলির মান ঠিক না থাকার জন্য বা এই মালগুলির গুণমান উপযুক্ত কিনা কিংবা সঠিক পরিমাণে উপকরণগুলির না দেওয়ার কারণেও হতে পারে। এই রাস্তাগুলি তৈরি করেন যে ঠিকাদার সংস্থাগুলি তাদের ঠিকানা বা খোঁজ পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। সাধারণত তাদের কর্মচারী বা পেটুয়া কন্ট্রাক্টররা এই কাজগুলি করান। তাঁদের সাথে কথা বললে তাঁরা বলেন, আমরা এই বিষয়ে কিছু জানি না। আমাদের বাবুর সাথে কথা বলতে হবে। যাইহোক, আমাদের উদ্দেশ্য, বড়োবাবু ছোটবাবুকে হয়রানি বা বাড়তি সুবিধা নেওয়া নয়, উদ্দেশ্য সরকার যে লক্ষ্য নিয়ে এইপরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন তার সুফল যেন আমরা পাই। ঠিকাদার সংস্থাটি যেন চোখে ধুলো দিতে না পারে। তাতে সরকারের বদনাম তো হবেই, আর দেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের ক্ষতিও হবে। তাই আমার বিনীত নিবেদন, এই রাস্তাগুলি দেখভাল করার জন্য একজন স্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করা হোক। সেই কর্মী রাস্তা তৈরির উপকরণ ও গুণগতমান নিয়ে স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট খবরাখবর দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাস্তার মান নিয়ে সবরকম ব্যবস্থা নেবেন।

ঝুমা চৌধুরী
ইন্দাস

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়